স্থাপিত - ১৯৯২

খেয়া

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন

২৫, ফার্ন রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৯ রেজি নং S/73377 under WB Act XXVI of 1961

e-mail : jbi.alumni.1914@gmail.com
Website : www.jagadbandhualumni.com
Facebook : www.facebook.com/jbialumni
Blog : http://jagadbandhualumni.com/wordpress/

সভাপতি স্বপন রায় চৌধুরী '৫৩
সাধারণ সম্পাদক সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় '৮৫
পত্রিকা সম্পাদক শান্তনু চট্টোপাধ্যায় '৮৩

RNI No.WBBEN/2010/32438•Regd.No.:KOL RMS/426/2020 • Vol 09 • Issue 03 • 15 March 2020 • Price Rs. 2.00 •

Re UNION

রিউনিয়ন ২০২০; কয়েকটি টুকরো ছবি

শান্তনু চ্যাটার্জি

কম বেশি ২০০ জন প্রাক্তনীর সমাবেশ বসন্তের রবিবারের সন্ধেবেলায় স্কুল বাড়িতে যেন নতুন করে প্রাণ সঞ্চার করল।

ছড়ায়ে ছড়ায়ে ঝিকিমিকি আলো
দিকে দিকে ওরা কী খেলা খেলালো
মর্মর তানে প্রাণে ওরা আনে
কৈশোর কোলাহল
ওরা অকারণে চঞ্চল

এই চঞ্চল ছন্দে নৃত্য পরিবেশনায় রুদ্রায়ন শিল্পী গোষ্ঠী অনুষ্ঠানের সুর বেঁধে দিল আনন্দের উচ্চ তারে।

প্রাক্তনীরা যখন নস্টালজিয়ার কুলের আচারে টাকরায় টঙ্কার তুলছে পুরোনো দিনের স্বাদে তখনই ঠিক সেই পুরোনো দিনের সুরে শুরু হল কবির লড়াই ও কবিগান। বাংলার ঐতিহ্যময় লোকশিল্পের এই ভিন্ন স্বাদ চেখে দেখে নিতে সবাই উৎসাহিত হলেও এক প্রলম্বিত পরিবেশন একটু হলেও বিস্বাদ ঠেকতে শুরু করল পরের দিকে। হয়ত বা আমাদের প্রাক্তনীদের শহুরে কান আর গ্রামবাংলার কবিগান এক সুরে বাঁধা পড়েনি। তবু

কারও মনে তেমন কোনও অভিযোগ নাহি রে
তারের বীণা ভাঙলে হৃদয় বীণায় গাহি রে

রেজিস্ট্রেশন ও কুপন সংগ্রহের বুথে ভিড় হালকা হতেই জমায়েত শুরু হল পাশে মরণোত্তর দেহদানের বুথে গণদর্পণের আঙিনায়। অনেক প্রাক্তনী নিজেদের মরণোত্তর দেহদানের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়ে গর্বিত হয়ে আপাতত তাদের জীবিত দেহ চেয়ারস্থ করে সুস্থির হল।

ব্যাচে ব্যাচে কুর্সি দখল হল
ঘরেতে আজ কে আছে গো,
খোলো খোলো দুয়ার খোলো

ইতিমধ্যে কফি ও ফিসফ্রাই এর অপেক্ষায় কিছুটা অধীর হয়েই অনেকে ফিসফাস শুরু করে দিল। তারপর গুনগুন, গুঞ্জন পেরিয়ে কোলাহল অবধি পৌঁছবার আগেই হলঘরে কাউন্টার থেকে বিতরণ শুরু হয়ে গেল।

বেশ তো ভাল লেগেছিল
মাছের স্বাদে, কফির নেশায়
বেশ তো

অনেকেই তখন ফিসফ্রাই এর গন্ধবিধুর সমীরণে এবং কাপে কফি দে, একটু গলা ভেজাই বলতে বলতে হলমুখী। হলটার মনিটরিং করার জন্য কয়েকজন কর্মকর্তাও ব্যস্ত।

মাঠ কিছুটা ফাঁকা।

এই সময় চোখে পড়ল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের উজ্জ্বল উপস্থিতি। অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের তরফে এ এক বিরাট প্রাপ্তি এবং গৌরবের বিষয়। ব্যস্ততার কারণে বেশিক্ষণ থাকতে পারেননি কিন্তু খুব ভাল লেগেছে ও থাকার ইচ্ছা ছিল জানিয়েছেন। আমরা ওনাকে ধন্যবাদ জানালাম।

হে ক্ষণিকের অতিথি
এলে অ্যালমনির মুখ চাহিয়া
রিউনিয়নের পথ বাহিয়া

বর্ষীয়ান সুভাষদা, শিবদাসদা, দিলীপদা, স্বপনদা, প্রতাপদা, দীপাঞ্জনদা, শিবশঙ্করদা, দেবপ্রসন্নদা, সুধীদা ও আরও অনেকে ঐতিহ্যময় অতীতের সাক্ষ্য বহন করে বর্তমানের এই উদ্‌যাপনে মেতে উঠে আমাদের সকলের প্রাণে খুশির তুফান তুলে প্রমাণ করে দিলে বসন্ত আজ রঙিন বেশে ধরায় তখন অবতীর্ণ।

তুলনায় কমবয়সী অর্থাৎ পরের দিকের ব্যাচের উপস্থিতির হার বেশি। প্রতি ব্যাচের পুঞ্জে গুঞ্জরণ ও সার্বিক মনোরঞ্জন প্রত্যেকের চোখেমুখে প্রস্ফুটিত। প্রত্যেক ব্যাচেরই দু এক জন ব্যাচস্পতি থাকে তারা তাদের নিজস্ব ব্যাচের ব্যাচারাদের অন্য ব্যাচের ব্যাচারিদের সঙ্গে আলাপ ও প্রলাপের মাধ্যমে পুনর্মিলনকে এক সার্থক মিলনমেলর রূপ দিলেন।

এই কাননে হাজারও ফুল উঠুক তবে মঞ্জুরিয়া
মধ্যদিনের মৌমাছিরা বেড়াক মৃদু গুঞ্জরিয়া

সর্বাধিক উপস্থিতি সম্ভবত সেই ব্যাচের যে ব্যাচের সবাই আমি একা-আসি (৮১) বলেও অনেকেই সস্ত্রীক অর্থাৎ দোকা এসে উৎসব রঙিন করেছে।

মাঠেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে

ইতিমধ্যে মঞ্চে ঘোষিত হল, আমাদের প্রাক্তনীদের মধ্যে যারা গুণী এবার তাদের গান বা আবৃত্তি শুনি। এই ভাবে দর্শক বা শ্রোতার স্টেজ পেরিয়ে গায়কের স্টেজে দেখা গেল কিছু কিছু প্রাক্তনীকে।

এরপর ডিনারে;

একত্রিত হয়ে সকলের নৈশভোজ সারতে পৌঁছে গেলাম রাত্রির কিনারে।

পুনর্মিলন ২০২০
শেষ হয়েও হল না শেষ
মনের মধ্যে রয়ে গেল আনন্দের রেশ।
সমস্ত প্রাক্তনীদের দাদা ও ভাইদের জানাই ধন্যবাদ
আজ স্কুলের মাঠের চেনা ধূলায়
পড়ল সবার পায়ের চিহ্ন
বসন্ত তাই রঙিন বেশে ধরায় হল অবতীর্ণ।

FORM IV

Statement about ownership and other particulars about newspaper (KHEYA) to be published in the first issue every year after the last day of February

1. Place of publication: SOUTH 24 PARGANAS

2. Periodicity of its publication: Monthly

3. Printer's Name: SANDIP CHATTERJEE

Nationality: INDIAN

Address: 189F/2 Kasba Road, Kolkata - 700 042

4. Publisher's Name: SANDIP CHATTERJEE

Nationality: INDIAN

Address :
189F /2 KASBA ROAD, KOLKATA -700 042

5. Editor's Name: SANTANU CHATTERJEE

Nationality: INDIAN

Address: AE 534 Salt Lake, Sector-I,
Kolkata - 700 064

6. Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding More than one per cent of the total capita:
'BALLYGUNGE JAGADBANDHU
INSTITUTION ALUMNI ASSOCIATION'

25, Fern Road, Kolkata - 700 019

I, Sandip Chatterjee, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Dated 15 March 2020

Signature of Publisher

আমার ট্রেনিংবেলা

সুদীপ সাহা (১৯৮৩)

''এ ভাই সাহা, উঠ যা''! ঘুমের নিকষ অন্ধকার থেকে হলুদ বাল্বের রাজত্বে উঠলাম। বাকিরা প্রায় সবাই উঠে গেছে। ঘড়ির কাঁটা চারটের আশে পাশে, ভোর, বাইরে চারিদিকে অন্ধকার। প্রস্তুতি তুঙ্গে, সকালের হেল্‌থ রানের। সাড়ে চারটে থেকে শুরু। প্রথমে আমরা একটা হকি মাঠ থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে এগোতে থাকি। আমাদের বড়ো মাঠটাতে দুটো ফুটবল আর একটা হকি মাঠ ছিল। সেটাতে ২৪ চক্কর মারার পর যখন বিলেটে ফেরত আসতাম, তখন শরীরে আর কোনও শক্তি অবশিষ্ট থাকে না।

কিন্তু উপায় কিছু নেই, চা বিরতির ৪৫ মিনিট পরে আবার প্যারেড করতে হাজির। এখানে নতুন ড্রেসে নতুন উদ্যমে আবার দৌড়, এখানে আবার সঙ্গে ৪ কেজির রাইফেল।

সাড়ে আটটা হল প্রাতরাশের সময়, সাড়ে নটা থেকে ক্লাস শুরু, ভারতীয় বায়ুসেনার ইতিহাস, অঙ্ক, ইংরেজি, ভারতীয় বায়ুসেনার নিয়ম কানুন আরও অনেক কিছু। সকাল সাড়ে চারটে থেকে সাড়ে আটটার ধকলের কারণে ঘুমে চোখ বুজে আসে, কিন্তু ধরা পড়লে আবার পানিশমেন্ট, বিল্ডিং-এর চারিদিকে দৌড়।

দুপুরে লাঞ্চের পর বিশ্রাম, বিকেলে আবার পিটি।

রবিবার সন্ধেবেলায় সিনেমা, ফৌজের নিয়মে সিনেমা দেখা বাধ্যতামূলক, পরের দিন পরীক্ষা থাকলেও।

হঠাৎ একদিন আমাদের ইন্সট্রাক্টারের মনে হল আমরা একটু মন্থর, অতএব নতুন আদেশ, ''যা করতে হবে, সব দৌড়ে, কোন রকম হন্টন চলবে না''। দৌড়ে দৌড়ে সব কাজ, আমি রাত আড়াইটের সময় বাথরুমে যেতে গিয়ে স্বয়ং ইন্সট্রাক্টারের সামনে পড়ে গিয়েছিলাম। নিয়মের শিথিলতা ফৌজে চলেনা।

পরীক্ষা পাসের নম্বর ৭০, সেই কারণে পড়তে হবে। কিন্তু পড়ার সময়ও নিয়ম মেনে, সাড়ে ন'টা থেকে সাড়ে দশটা, ব্যাস। আবার সকাল সাড়ে চারটের জন্য অপেক্ষা।

কম্পিউটরের ফরম্যাট করার মতো আমাদের চিন্তাধারা সম্পূর্ণ ভাবে রিসেট করার কাজটা হয়ে যায় আমাদের অজান্তে, আমরা হয়ে যাই শৃঙ্খলাবদ্ধ সৈনিক।

১ মার্চের রিইউনিয়ন আর আমাদের ছেলেবেলা

বসুমিত্র বক্সী (১৯৯০)

গতকাল একটা গোটা দিন, দারুণ কাটল, ঘোরাফেরা, খাওয়া দাওয়া সব মিলিয়ে কামাল করে দিয়েছে। আমার এমনিতেই গতকাল একটা পারিবারিক অনুষ্ঠান ছিল, সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা স্কুলের রিইউনিয়ন। পৌঁছলাম যখন, তখন সবে সাড়ে পাঁচটা, স্কুলের আগের বাঁক ঘুরতেই সৌমিকের সাথে দেখা, পিছন থেকে ডাকলুম, যদিও শুনতে পেল না, মাঠে সারি সারি চেয়ার পাতা রয়েছে, বেশ কিছু চেয়ারে ছাত্রদের অভিভাবকরা বসে রয়েছেন, আর বাকিগুলো ফাঁকা থাকলেও সেখানে ব্যাগ, জলের বোতল দিয়ে রিজার্ভ করা রয়েছে, বুঝলাম ওগুলো কচিকাঁচাদের, তারা তখন খেলায় মত্ত, মাঠের ধুলোবালি মেখেই তাদের খেলা চলছে। ওদের দেখতে দেখতে নিজের শৈশবের দিনগুলোতে ফিরে যাচ্ছিলুম। সেই সাদা জামা খাঁকি প্যান্টের ছেলের দল, আমরা ধুলো উড়িয়ে খেলছি। টিফিনের ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে বৃদ্ধ সুদর্শনদা মাঠে চরকি দিচ্ছে, তার শ্যেন দৃষ্টি এড়িয়ে টিফিনের ঘণ্টা শেষ হয়ে যাওয়ার পর, আর কারো মাঠে থাকার জো নেই, আর যদি সুদর্শনদার নজর কারো ওপরে পড়ে, ছুটে এসে তার কনুইয়ের কাছটা এমন দৃঢ়মুষ্টিতে ধরবে যে তার আর হাত ঘোরাবার উপায় থাকবে না। আমিও বারদুয়েক সুদর্শনদার বজ্রবন্ধনীতে পড়েছিলুম, সে আমাকে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে, আমাকে ছেড়ে দেবে, কিন্তু সেই বজ্র মুষ্টির চাপ অনুভব করে মনে হতো এর চেয়ে অজগরের ফাঁস বোধহয় ভালো ... কাকু! বলটা দাও না, বলাতে সম্বিত ফিরলো, বেশ সেই সময়ে চলে গিয়েছিলুম, ছাত্রদের কাদামাখা বলটা সোজা আমার পায়ের ফাঁকে। একটু কাদাও ছিটকে প্যান্টে লেগেছে, মুখে একটা কপট গাম্ভীর্য ফুটিয়ে বলটা হাতে নিয়ে এগিয়ে গেলুম, একটা রোগা মতো ছেলে সামনে দাঁড়িয়ে, ছেলেটার মুখ দেখলে মনে হয় সে বেশ ঘাবড়ে গেছে। বলের দিকে জুলজুল করে তাকিয়ে আছে। কিন্তু হাত বাড়াচ্ছে না। আমি ওর কাছে গিয়ে বলটা দেওয়ার ভঙ্গি করে জিজ্ঞেস করলুম, কী নাম তোমার? ক্লাস? সে জবাব দিল, সিক্স। আমার একটা যেন শিহরণ হলো শরীরে, আমিও যেন ক্লাস সিক্সে ফিরে গেলুম। বলটা হাতে না দিয়ে, বাউন্ডারি হাঁকাবার ভঙ্গিতে শূন্যে ছুঁড়ে দিলুম, ছেলের দলও বল ধরতে হামলে পড়লো, মাইকে ঘোষণা হচ্ছে, কিছু প্রান্তিক ছাত্রদের পুরস্কৃত করা হবে ... একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লুম। নিসন্দেহে দারুণ প্রশংসনীয় উদ্যোগ, একে একে নাম ঘোষণা হচ্ছে, পুরস্কার প্রাপকেরা গিফট প্যাক নিয়ে, মঞ্চ থেকে ছুটে এসে দর্শকাসনে। পাশ থেকে কানে আসছে, ভ্রমরের গুঞ্জনের মতো ... এই দ্যাখ, আমার তিনটে বিস্কুটের প্যাকেট, আর একজন বলছে, পেনসিল বক্সটা সুন্দর, রঙিন কমিকস নিয়ে দুজন টানাটানি শুরু করল তাদের উদ্দেশ্য তারা একই বই পেয়েছে কি না দেখা! আমার বহুবছর আগের একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল, এই রকমই স্কুল ইউনিফর্ম পরে মাঠে চেয়ারে বসে আছি। মঞ্চের নীচে অপেক্ষায় রয়েছে কৃতী ছাত্ররা। লম্বা স্ট্যান্ডের মাইকে ঘোষণা হচ্ছে ... এবার প্রথম পুরস্কার নিতে ডাকা হচ্ছে শ্রী সন্দীপ চক্রবর্তী ... কখনও বা সুগত দাস ... সুগত, সন্দীপরা পুরস্কার নিয়ে এগিয়ে আসতেই, আমার মতো ব্যাকবেঞ্চাররা গিয়ে হামলে পড়তুম। দেখি কী বই? আরেব্বাস, এই গল্পটা দারুণ, আমায় পড়তে দিবি রে! হাজারো উৎসাহীর প্রশ্নে বেচারা সন্দীপরা বিব্রত হয়ে পড়ত, সেই সাথে কোনো কোনো অভিভাবক এসে আবদার জুড়তেন, এই সুগত, এই সন্দীপ, তোমার ভূগোল খাতাটা একটু আমার ছেলেকে দিও তো! কেউ বা বলতেন, আমার ছেলে জ্বরে দু দিন আসেনি, তোমার বাংলা প্রশ্নগুলো একটু দিও তো ... কৃতী ছাত্রের খাতা পেলে তাঁদের মুখে যেন বিশ্বজয়ের হাসি, আর যাঁরা পেতেন না তাঁদের মুখে চোখে ফুটে উঠতো এক রাশ হতাশা। সত্যিই, ভাবলে অবাক লাগে, সন্তানের সাফল্যের জন্য, অভিভাবকরা কতটা আন্তরিক ... আমার অভিভাবক অবশ্য, আমাকেই দায়ী করতেন। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলতেন, কোনোদিন ওদের মতো হতে পারবি তুই! আমি নীরবে বলার চেষ্টা করতুম, আমি যে আমার মতো ... কিন্তু আমি সেসব কিছুই না বলে ফস করে বলে ফেলেছিলুম, শোনপাপড়ি কিনে দেবে? ... একথা মনে পড়তেই জোরে হেসে উঠলুম, পাশ থেকে এক অভিভাবক ভদ্রমহিলা বিরক্তি নিয়ে তাকালেন, মঞ্চে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আঞ্চলিক নৃত্য। আমি উঠে এলুম। অনুষ্ঠান চলাকালীন বিরক্ত করা উচিত নয়। মাঠ থেকে সরে এলুম। সেই বহু পরিচিত বারান্দা দিয়ে হেঁটে এসে আনমনে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলুম। নিশব্দ, সুনসান সিঁড়ির রেলিংয়ে সযত্নে হাত রেখে দোতলায় পৌঁছে কাঁচের শার্সি দিয়ে একটি ক্লাস ঘরে উঁকি দিলুম। সেই চেয়ার, টেবিল, ব্ল্যাকবোর্ড, বেঞ্চ, হাই বেঞ্চ ... আলো আঁধারিতে মায়াময় দেখাচ্ছে, কাঁচের উপর ধুলো পড়েছে, একটা পাল্লা ঠেলতে ক্যাঁচ করে আওয়াজ হলো, চমকে উঠলুম, দরজা খোলা নাকি! যদি খুলে যায়! ঢুকবো ভেতরে! বসবো আমার খুব প্রিয় স্কুলের ক্লাস রুমের বেঞ্চে, এই বয়সে আর একবার বিদ্যার্থী হয়ে যাব! ক্ষতি কী! আমরা তো শিক্ষানবীশই, প্রতি মুহূর্তে শিক্ষা নিয়ে চলেছি। দরজার কড়ায় মৃদু চাপ দিয়ে পাল্লাটা খুলতে গেলুম। কাঁচের জানালায় একটা ছায়া ভেসে উঠল। ভয়ে সিঁটিয়ে উঠলুম, কে! এই সন্ধ্যায়, আর তো কেউ নেই এখানে! তবে কি ... আমারই ছায়া নয়তো! হঠাৎ সেই ছায়ামূর্তি সরব হয়ে উঠল, কান পাতলুম, সে যেন বলছে, ঢুকবে না! খবরদার ঢুকবে না, তোমার ঢোকার কোনো এক্তিয়ার নেই, প্রচুর শৈশব এখন গভীর ঘুমে, ওদের জাগিও না। তোমার পায়ের শব্দে ওরা জেগে উঠবে। সময় তোমার থেকে শৈশব কেড়ে নিয়েছে বলে তাকে ফেরৎ নিতে এসেছ চোরের মতো! বেরিয়ে যাও, দূর হয়ে যাও এখান থেকে, কোনোদিন আর এখানে এসো না ... আমি সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলাম। নামতে নামতে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে, শেষবারের মতো, আমার শৈশবের ক্লাসরুমের দিকে দেখার চেষ্টা করলুম। কিছুই দেখতে পেলাম না, সেখানে তখন এক রাশ অন্ধকার।

যে কোনো ব্যাপারে আমাদের টাকা পাঠাতে

ONLINE MONEY TRANSFER:

JBI Alumni Association
Bank : Allahabad Bank ,
Golpark Branch
A/C No. 20789414709
IFSC Code : ALLA0210675
MICR CODE No. 700010026

মহেন্দ্র লাল দত্ত®

mld®

MOHENDRA LAL DUTT
A TRADITION OF TRUST
SINCE: 1882

47/3B, GARIAHAT ROAD,
KOLKATA-700019

Phone: 033 24631168
(M) 9830174960 / 9903731550

website: www. mldumbrella.com

Rotary | BE THE INSPIRATION

ROTARY CLUB OF KASBA

PP Rtn. Subhasish Bose - 9830209051
Website : www.rotaryclubkasba.com

যার খাবার খেলেই মন ভালো হয়ে যায়

গুণ ক্যাটারার

৪২/৪৩ ইষ্ট রোড পার্ক, কলকাতা – ৩৯

০৩৩ ২৩৪৩ ৯৬৮৮

৯৮৩১০০১১০৯ / ৭০০৩৬৬৮৯৬৩

জ্যোতিভূষণ চাকী ছাত্রবন্ধু প্রকল্পে
অন্তত ১টি স্কুল পড়ুয়ার
(আর্থিকভাবে পিছিয়ে-পড়া পরিবারের)
সারা বছরের পড়াশুনোর
খরচের দায়িত্ব নিন। - ৭৫০০ টাকা
মে মাসে আমরা তাদের হাতে
তুলে দেব।

যোগাযোগ -
সঞ্জয় ব্যানার্জি ৯৮৩১৫ ৯০৩১৩
কৌশিক চ্যাটার্জি ৮৯৬১৭৩০৩০২

বিনীত-
সুধীরঞ্জন সেনগুপ্ত '৬৬
(একজন শুভচিন্তক)

Printer & Publisher: **SANDIP CHATTERJEE** (M.: 8981752100)
On behalf of **BALLYGUNGE JAGADBANDHU INSTITUTION ALUMNI ASSOCIATION**
Printed at 189F/2, Kasba Road, Kolkata - 700 042
Published from: Print Gallery, 25, Fern Road, Kolkata - 700 019
Editor's Name: **SANTANU CHATTERJEE**